Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-07-2026 15:32 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১২ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৬ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

হরমুজে জাহাজে ইরানি হামলা, ছিলেন ১১ ভারতীয় নাবিক! নিখোঁজ ১

আজ উত্তরের ৫ জেলায় জারি কমলা সতর্কতা, রথে ভাসবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

ইরানের ১৪০ জায়গায় হামলা! পালটা কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ তেহরানের

উন্মুক্ত সীমান্তে বসছে কাঁটাতার

মেখলিগঞ্জে ১৮৫ একর জমি পেল বিএসএফ

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘদিন ধরে 'উন্মুক্ত' থাকা মেখলিগঞ্জ ব্লকের গোটা সীমান্ত এবার কাঁটাতারের বেড়ার আওতায় আনতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএসএফ ও জেলা প্রশাসন। শুধুমাত্র মেখলিগঞ্জ ব্লকেই বেড়া তৈরির জন্য প্রায় ১৪৮ একর জমি চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে বিএসএফ।প্রথম পর্যায়ে জেলায় মোট ২৪০ একর জমি চেয়েছিল বিএসএফ, যার মধ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ১৮৫ একর জমি প্রশাসনের তরফে হস্তান্তর করা হয়ে গিয়েছে। তবে নতুন করে আরও ৫৩ একর জমি চাওয়া হয়েছে বাহিনীর পক্ষ থেকে, যার জরিপের কাজও শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। জেলায় বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া কার্যত নেই বলে জানা গিয়েছে। এই খোলা সীমান্তের একাংশে নদীপথ থাকায় সেই অংশ সুরক্ষিত করতে বিকল্প পরিকল্পনা নিচ্ছে বিএসএফ। তবে যেসব এলাকায় স্থলপথে খোলা সীমান্ত রয়েছে, সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে বাহিনী।বিএসএফ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় চাওয়া মোট জমির মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকে, প্রায় ১৪৮ একর। এর পরেই রয়েছে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক, যেখানে প্রায় পঞ্চাশ একর জমি চাওয়া হয়েছে। এই দুই ব্লকের অধিকাংশ জমি ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়া মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জ মহকুমাতেও বেশ কিছু জমি চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।চাওয়া জমির মধ্যে

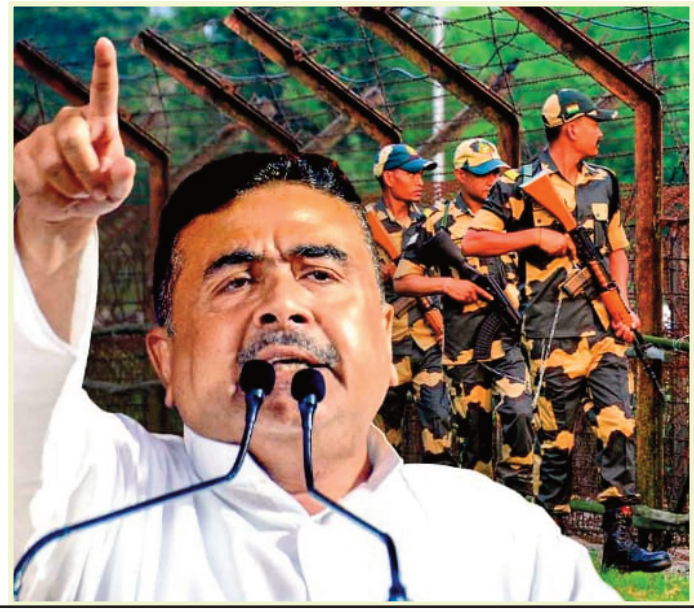

প্রায় ৪০ একর সরকারি খাস জমি হওয়ায় তা হস্তান্তরে বিশেষ জটিলতা নেই বলেই মনে করছে প্রশাসন। বেসরকারি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে প্রথম দফায় ৪২ একর এবং পরে আরও ১০৩ একর জমি ইতিমধ্যেই বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দাবি করা জমির মধ্যে এখনও প্রায় ৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর বাকি রয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন করে চাওয়া ৫৩ একর জমি।প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, মোট ১০৮ একর জমি এখনও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া বাকি রয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত রকম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেলেছে প্রশাসন।

রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসার পর নানা ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রকে। দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগ থেকে পড়াশোনার মানোন্নয়নে তৎপর স্কুলশিক্ষা দপ্তর। তারই অংশ হিসেবে বেশ কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নিলেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। স্কুলগুলিতে পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে 'সারপ্লাস' বা বাড়তি শিক্ষকদের বদলির নির্দেশ দেওয়া হল। প্রাথমিক স্তর থেকে এই কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে শিক্ষকদের।

স্কুলেই ক্যানসার টিকা

নয়া জামানা ঃ জরায়ুমুখ ক্যানসার ঠেকানোর টিকা পৌঁছে যাবে মেয়েদের স্কুলের দরজায়। গোটা স্কুলের পঞ্চাশ জন মেয়ের অভিভাবকের সম্মতি পেলে সেই স্কুলেই টিকাকরণ শিবির করবে স্বাস্থ্য দপ্তর। তার আগে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক করতে বলেছে রাজ্য সরকার।

তৃণমূলত্যাগী ৩ প্রাক্তনী রাজ্যসভায়, অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই

ক্ষুব্ধ কর্মীদের বার্তা দিলীপের

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যসভার টিকিট পেয়ে গেলেন তিন প্রাক্তন সাংসদ; সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভ তৈরি হওয়ার জল্পনার মধ্যে রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টির সাফাই দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য সদর দফতরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেন সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে এই যোগদান হলেও, যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁদের আসন্ন রাজ্যসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে সকলকে চমকে দেয়।উল্লেখ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তৃণমূলের সাংগঠনিক কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রশ্ন তুলে সবার আগে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রবীণ নেতা সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁর পথ অনুসরণ করেই পরে ইস্তফা দেন সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক।বিজেপির অন্দরে দীর্ঘদিন ধরেই 'তৃণমূলীকরণ' নিয়ে সরব ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নিজে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরই নেতৃত্বে তিন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের দলে যোগদান এবং তড়িঘড়ি প্রার্থী পদ পাওয়া নিয়ে দলের একাংশে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বলেই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দলীয় নেতারা।দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে দিলীপ ঘোষ বলেন, তাঁরা রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন, আবারও সাংসদ থাকতে চান। তাঁরা মোদীজির নেতৃত্বে দেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি বা

অপরাধমূলক মামলা নেই। অতীতে কে কোন দলে ছিলেন, সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে এখন আর লাভ নেই। এখন আমরা তাঁদের নতুন করে কাজের সুযোগ দিচ্ছি।রাজ্যসভায় বিজেপিরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুখের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, যেসব কর্মীরা এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁদের বেশি ভাবনাচিন্তা করার দরকার নেই। ওটা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক বুঝে নেবে।আগামী ২৪ জুলাই রাজ্যসভার উপনির্বাচন। বিধানসভার বর্তমান সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী তিনটি আসনেই বিজেপির জয় কার্যত নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে, ফলে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই সংসদের উচ্চকক্ষে ফিরতে চলেছেন; তবে এবার আর ঘাসফুল নয়, পদ্মশিবিরের প্রতিনিধি হয়ে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-07-2026 15:32 Page 2

বেজে উঠল যুদ্ধের সাইরেন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধ্য এশিয়াতে ফের চরম উত্তেজনা। ইরানের বিরুদ্ধে তৃতীয় দফার সামরিক অভিযান চালানোর দাবি করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। মার্কিন সেনাবাহিনীর দাবি, সাম্প্রতিক অভিযানে ইরানের প্রায় ১৪০টি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ইরানের পাল্টা পদক্ষেপে কাতার, বাহরিন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়েছে। কাতারে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার খবরও সামনে এসেছে।মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে এটি ইরানে তৃতীয় দফার অভিযান। তাদের দাবি, স্থল ও সমুদ্রভিত্তিক যুদ্ধবিমান, ড্রোন এবং নৌবাহিনীর সহায়তায় চালানো এই অভিযানে প্রায় ১৪০টি সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ঘাঁটি, নৌসামরিক পরিকাঠামো, গোলাবারুদ সংরক্ষণ কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্র।মার্কিন সেনার দাবি, গত তিন দফার অভিযানে মোট ৩০০-রও বেশি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে। ওয়াশিংটনের বক্তব্য, প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। সম্প্রতি সাইপ্রাসের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার জন্য ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসকে দায়ী করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই হামলায় জাহাজে আগুন লাগে, ইঞ্জিন কক্ষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এক নাবিক নিখোঁজ বলে দাবি করা হয়েছে।অন্যদিকে, মার্কিন হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ইরান। তাদের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর

তেহরানের কোনও আস্থা নেই। তাঁর দাবি, ইরান আলোচনার পাশাপাশি পূর্ণমাত্রার আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি ওয়াশিংটন কোনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে ইরানও কঠোর জবাব দিতে প্রস্তুত।মার্কিন অভিযানের পর উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইরান কাতার, বাহরিন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। কাতারের রাজধানী দোহায় একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। বাহরিনে ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কীকরণ সাইরেন বেজে ওঠে, আর কুয়েতের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা আকাশপথে আসা একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে।এদিকে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলের বুশেহর, হরমোজগান, খুজেস্তান এবং সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশে মার্কিন হামলা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি।এরই মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক জল্পনাও শুরু হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইরানের কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা গোপনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা ছিল কট্টরপন্থী একটি গোষ্ঠীর ভুল পদক্ষেপ। একই সঙ্গে তারা আলোচনার পথ খোলা রাখতে আগ্রহী বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে হোয়াইট হাউস চাইছে, ইরান প্রকাশ্যে ওই হামলার দায় স্বীকার করুক। সেই দাবি এখনও মানতে রাজি হয়নি তেহরান। ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতির পাশাপাশি কূটনৈতিক অচলাবস্থাও আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

৫৬ বছর বয়সে এসে মাস্টার্স !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ২০-২২ বছরে নয়, ৫৬ বছরে এসে মাস্টার্স করলেন এই মহিলা। মায়ের এই সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা মেয়ে। শুধু তাই নয়, গোটা বিষয়টা নিয়ে তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন একটি আবেগঘন ভিডিও। আর সেটাই বর্তমানে ভাইরাল, নজর কেড়েছে সকল নেটিজেনদের। দুবাইয়ের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নুমায়া কারু এই ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। সেখানেই দেখা যাচ্ছে তিনি এমন একটা ঘটনাকে উদযাপন করেছেন, যা ঘটতে বহু সময় লেগে গিয়েছে। কী? নুমায়ার মা তাঁর একটি বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে, সংসারের দায়িত্ব এবং কাজের চাপে সেই স্বপ্ন সঠিক সময়ে পূরণ করতে পারেননি। অবশেষে ৫৬ বছর বয়সে এসে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলেন নুমায়ার মা। ভিডিওর ক্যাপশনে নুমায়া জানান তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা, বাবা এবং মা দুজনের ভূমিক পালন করেছেন। তাঁর কথায়, 'এই মহিলা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাকিদের বেশি প্রাধান্য দিয়েছে নিজের বদলে। আমার বাবা মারা যাওয়ার পর উনিই আমাদের বাবা, মা, দু'জনই হয়ে ওঠেন। উনি এটা নিশ্চিত করেন নিজের দুঃখ কষ্ট বহন করেন চুপচাপ, এবং আমাদেরটা ভাগ করে নেন।' নুমায়ার মা যে কেবল সন্তানদের লালন পালন করে, সংসারের দায়-দায়িত্ব পালন করে সময় কাটিয়েছেন সেটাও নয়। তিনি একটি গ্রামীণ স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। স্কুলটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর যখন খোলে তখন তিনি তার প্রথম প্রিন্সিপাল হন। সেই বছরেই নুমায়ার দিদা, দাদু দু'জনেই মারা যান।

ফলে সবটা মিলিয়ে সেই বছরটা তাঁর মায়ের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই বিষয়ে নুমায়া লেখেন, 'উনি ওঁর গোটা জীবন এটাই প্রমাণ করে গিয়েছেন যে মেয়েরা সব পারে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। অবশেষে ৫৬ বছর বয়সে এসে, উনি নিজের জন্য কিছু করলেন। মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলেন।' তবে মায়ের এই বিশেষ দিনে তাঁর পাশে থাকতে পারেননি

এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। তিনি বর্তমানে দুবাইয়ে, তাই দূরে থেকেই মায়ের পাশে ছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, একটা মিক্সড ইমোশন কাজ করেছে তাঁর এদিন। নুমায়া ভিডিওটি পোস্ট করতেই সেটাই নিমেষে ভাইরাল হয়। বহু মানুষ মন্তব্য করেছেন। অনেকেই জানিয়েছেন এই ভিডিও দেখে তাঁদের চোখে জল চলে এসেছে। কেউ আবার লেখেন এই ঘটনা তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গিয়েছে নুমায়ার পোস্ট।

২০৩৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ঘনিয়ে আসতে চলেছে এক ভয়াবহ বিপর্যয়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত হয়েছিল, সেখানে এবার উল্টো রথের টান দেখা যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাটি খুব ছোট মনে হতে পারে; আগে যেখানে প্রতি ১০ জন মা গড়ে ২৩টি সন্তানের জন্ম দিতেন, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪-এ। অর্থাৎ, দেশটির গড় প্রজনন হার বা টোটাল ফার্টিলিটি রেট (টিএফআর) ২.৩ থেকে সামান্য বেড়ে ২.৪ হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সামান্য ০.১ শতাংশের বৃদ্ধি আসলে একটি আসন্ন সংকটের পূর্বাভাস, যা দেশের সীমিত সম্পদের ওপর এক বিশাল ও মারাত্মক চাপ তৈরি করতে যাচ্ছে। ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক 'মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে' (মিক্স)-র রিপোর্টে এই উদ্বেগজনক তথ্যটি সামনে এসেছে।বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ার মূল কারণ হল এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। নতুন অনুমান অনুযায়ী, প্রজনন হারের এই সামান্য বৃদ্ধির কারণে আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে আরও ৫৮ লাখ এবং ২০৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ৯৬ লাখ বেশি বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, আগামী এক দশকের মধ্যে প্রায় এক কোটি অতিরিক্ত মুখের দায়িত্ব নিতে হবে এই ছোট্ট এবং অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশটিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষকেরা এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) কর্মকর্তারা একযোগে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেশের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য খাত এবং সামাজিক কাঠামোর জন্য চরম নেতিবাচক বার্তা বহন করছে।এই সংকটের মূলে রয়েছে দেশের পরিবার পরিকল্পনা খাতের এক চরম

প্রাতিষ্ঠানিক বিপর্যয়। পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর (ডিজিএফপি) বর্তমানে তীব্র জনবল সংকট এবং মাঠপর্যায়ে সেবার অভাবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে এই দপ্তরের প্রায় ২৭ শতাংশ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। কোনও কোনও জেলায়, যেমন মুন্সিগঞ্জে, অর্ধেকেরও বেশি পদ খালি। মাঠপর্যায়ের একজন কর্মী যেখানে আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী পৌঁছে দিতেন এবং পরামর্শ দিতেন, এখন জনবল সংকটের কারণে তাঁদের পক্ষে একেকটি পরিবারে ৯ মাসে একবার যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর ফলে সাধারণ ও দরিদ্র দম্পতিরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছেন। জনবল সংকটের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সরকারি জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর চরম ঘাটতি। গত ২০২৪ সালের শুরুর দিক থেকেই দেশের সরকারি সরবরাহ চেইন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে শুরু হওয়া এই সংকট পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৮ মাসের মেয়াদেও কাটেনি। দেশের কোনও আঞ্চলিক সরকারি গুদামেই এখন জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল, কনডম বা ইমপ্ল্যান্টের ন্যূনতম মজুত নেই। ফলে, গরিব পরিবারগুলো যেখানে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে এই সামগ্রী পেত, তা এখন বন্ধ। বাধ্য হয়ে মানুষ চড়া দামে বাণিজ্যিক বাজার থেকে এগুলো কিনছে, যা নিম্নআয়ের মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হারে (সিপিআর), যা ৬২.৭ শতাংশ থেকে কমে ৫৮.২ শতাংশে নেমে এসেছে।রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরের দীর্ঘদিনের অবহেলাই আজ এই খাতকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আগের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একসময় জনসংখ্যাকে সমস্যা না ভেবে সম্পদ ভাবার কথা বলেছিলেন, যার ফলে মাঠপর্যায়ে এই কর্মসূচির গুরুত্ব অনেকটাই কমে যায়। দীর্ঘ ১৫ বছরে জাতীয় জনসংখ্যা কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছে মাত্র একবার। এমনকি প্রতি বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল অনুষ্ঠানেও দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি দেখা যায়নি। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগকে একীভূত করার প্রশাসনিক টানাপোড়েন এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের আরও হতাশ ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে।বর্তমানে দেশের নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকারের দিকে তাকিয়ে আছেন বিশেষজ্ঞরা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-07-2026 15:32 Page 3

খনি বিস্ফোরণে জলশূন্য পুকুর, বিপাকে গ্রামবাসী

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ খোলা মুখ খনির বিস্ফোরণের জেরে পুকুরের একটি অংশের পাড় ভেঙ্গে বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা আস্ত একটি পুকুর নিমেষেই জলশূন্য হয়ে পড়ল। রবিবার সাতসকালে এমন বিষয় সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়াল জামুড়িয়ার কেন্দা এলাকায়। জানা যায় জামুরিয়ার কেন্দার খেপা ডাঙ্গা মাঝি পাড়া এলাকায় রয়েছে একটি সুবিশাল পুকুর। যেটি এলাকার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি পুজো অনুষ্ঠানের রীতিতেও রীতিতেও সেই পুকুর ব্যবহার করেন এলাকাবাসী। কিন্তু স্থানীয় সূত্রে খ বর শনিবার রাত্রিতে হঠাৎ জামুড়িয়ার কেন্দা এলাকায় অবস্থিত খোলা মুখ খনিতে বিস্ফোরণের পর খেপা ডাঙ্গা মাঝি পাড়ায় অবস্থিত সেই পুকুরটির পাড় ভেঙে পড়ে , যার ফলস্বরূপ বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা পুকুরটি নিমেষেই জলশূন্য হয়ে যায়। রবিবার সাতসকালে স্থানীয়দের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হতেই স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা খনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভও প্রকাশ করেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে।স্থানীয় বাসিন্দা বিপদতারণ ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণ মুর্মুরা অভিযোগ করেন , এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জল কষ্ট , এই পুকুরের জলকে ব্যবহার করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের চাহিদা মেটাতো কেন্দার একটা বৃহৎ অংশের মানুষ। বর্তমানে খোলা মুখ খনির বিস্ফোরণের জেরে পুকুরের বাঁধের একাংশ ভেঙে পড়াই এলাকায় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। আমরা চাই ইসিএল কর্তৃপক্ষ এটি যেন দ্রুত মেরামত করে কিংবা বিকল্প কোন ব্যবস্থা করে।পাশাপাশি গ্রামবাসীরা এদিন এও বলেন আজ পুকুরের বাঁধ ভেঙেছে, কাল ঘর বাড়িও ভেঙ্গে যেতে পারে । তারা বলেন, ই সি এল কর্তৃপক্ষকে বহুবার আমরা বলেছি ব্লাস্টিং এর তীব্রতা কিভাবে কমানো যায় তার ব্যবস্থা করতে। তারপরও কর্তৃপক্ষ আমাদের কথার কর্ণপাত করেননি। এমন ঘটনায় বর্তমানে প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মেটানো পুকুর জলশূন্য হয়ে পড়ায় একদিকে যেমন জলের অভাবের সমস্যায় পড়েছে এলাকাবাসী তেমনি খোলা মুখ খ নির বিস্ফোরণের তীব্রতাতেও কেন্দার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তবে এই ঘটনায় খনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই অ্যাকশনে পুলিশ, অবৈধ মদ-সহ গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ গতকাল শনিবার বারুইপুরে এক জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যজুড়ে অবৈধ মদ, গাঁজা ও মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি অভিযানের নির্দেশ দেন। বারুইপুরের সাম্প্রতিক নৃশংস ঘটনার পিছনে মাদকাসক্তি একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।মুখ ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার গভীর রাতে চোয়া টোটো মোড় এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছে থাকা একটি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ৩৩টি দেশি মদের বোতল উদ্ধার হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রেজাউল খান। তাঁর বাড়ি হরিহরপাড়া থানার চোয়া পাঠানপাড়া এলাকায়। উদ্ধার হওয়া দেশি মদের বোতলগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।রবিবার সকালে ধৃতকে মুর্শিদাবাদ জেলা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি ওই অবৈধ মদের উৎস এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিনহাটা কলেজে ফের অশান্তি

এবিভিপির হামলায় আহত এসএফআই

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পরেও দিনহাটা কলেজের পুরনো অরাজকতার চিত্র ফের ফিরে এল। শনিবার দিনহাটা কলেজ প্রাঙ্গণে এবিভিপি আশ্রিত বহিরাগতদের হামলায় আহত হলেন কয়েকজন এসএফআই ছাত্র। ঘটনাকে ঘিরে কলেজ চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে দিনহাটা কলেজে ২০-২৫ জনের একটি দল হঠাৎ ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, দলটির বেশিরভাগই বহিরাগত এবং এবিভিপির মদতপুষ্ট।

কলেজের ভিতরে থাকা এসএফআই ছাত্রদের দেখা মাত্রই তারা তাড়া করে। পরে কলেজের সামনের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। ছাত্রদের চিৎকার শুনে অন্যান্য পড়ুয়া ও স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় এবিভিপি নেতা প্রেম কুমার বর্মন সহ বেশ কয়েকজনের নামে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে এসএফআই।আক্রান্ত এসএফআই ছাত্রদের অভিযোগ, এবিভিপির মদতে একদল বহিরাগত কলেজে ঢুকে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। তাদের মারধরের ফলে কলেজে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর দিনহাটা কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি লেগেই ছিল। তৎকালীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে বহিরাগত এনে কলেজ দখল ও গুন্ডাগিরির অভিযোগ উঠত। বছরের পর বছর কলেজে স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে।এবার ২০২৬-এর পট পরিবর্তনের পর সেই জায়গা দখ ল করেছে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। শনিবারের ঘটনায় স্পষ্ট, আগের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্টাইলেই এবার কলেজে দাপট দেখাচ্ছে এবিভিপি।

বহিরাগত এনে হামলা, মারধর; সবই যেন পুরনো ছবির পুনরাবৃত্তি।এই ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, ক্ষমতা বদলালেও কলেজের সংস্কৃতি কেন বদলাল না? পড়াশোনার পরিবেশ ফেরাতে অবিলম্বে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নজরদারিতে মালদার রথবাড়ি

যানজট ও অপরাধ রুখতে ট্রাফিক পুলিশের বড় পদক্ষেপ

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা, মালদহ ঃ মালদা শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জেলা ট্রাফিক পুলিশ। শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও প্রধান প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রথবাড়ি মোড়কে এবার সম্পূর্ণ সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। আগে এই এলাকায় নিরাপত্তার জন্য চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা সচল ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং নজরদারি আরও নিশ্ছিদ্র করতে নতুন করে আরও চারটি অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে রথবাড়ি মোড়ে মোট আটটি ক্যামেরার সাহায্যে চব্বিশ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালানো হবে।জেলা ট্রাফিক পুলিশের কর্তাদের দাবি, এই নতুন ক্যামেরাগুলি চালু হওয়ার ফলে রথবাড়ি এলাকার যান চলাচলের গতিবিধি অত্যন্ত কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে শহরের এই প্রধান প্রবেশদ্বারে যে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, তা নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।এর পাশাপাশি,

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের চিহ্নিত করা, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো বা বাইক রেসিং রুখতে এবং পথ দুর্ঘটনা কমানোর ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শুধু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণই নয়, জনবহুল এই এলাকায় যেকোনো ধরণের পকেটমারি, ছিনতাই বা অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতেও এই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বিশেষ সাহায্য করবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রথবাড়ির পর আগামী দিনে শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকাতেও পর্যায়ক্রমে এই ধরণের সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

জমি মাফিয়ার গাড়িতে কলকাতা পুলিশের ইনস্পেক্টর, শুরু জোড়া তদন্ত

নয়া জামানা, হুগলিঃ এক অভিযুক্ত জমি মাফিয়ার গাড়িতে কলকাতা পুলিশের এক ইনস্পেক্টরের উপস্থিতি ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হুগলির চুঁচুড়ার বাসিন্দা সোনা ওরফে সত্যরঞ্জন শীলের বিরুদ্ধে জমি দখল, প্রতারণা ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি এক মহিলার দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে তদন্তে নামে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট।গত ৭ জুলাই বাগুইআটি এলাকা থেকে পুলিশ অভিযুক্ত সোনাকে একটি গাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাশিতে গাড়িটি থেকে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো, গ্রেপ্তারের সময় ওই গাড়িতে কলকাতা পুলিশের এক ইনস্পেক্টর এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই কনস্টেবলও উপস্থিত ছিলেন।এই ঘটনা সামনে আসতেই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পাশাপাশি লালবাজারও আলাদাভাবে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-07-2026 15:32 Page 4

রানি ভিক্টোরিয়ার চিঠি থেকে হরিণের শিং

বড়শুলের দে জমিদার বাড়ির সংগ্রহশালা

পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের নাম কমবেশি সকলেই জানেন। ল্যাংচা বিখ্যাত এই শক্তিগড়ের পাশেই রয়েছে বড়শুল গ্রাম। সেখানে রয়েছে আড়াইশো বছরের দে বংশের জমিদার বাড়ি। বিখ্যাত এই জমিদার পরিবারের বাড়িতে বর্তমানে গড়ে উঠেছে এক দুর্লভ ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা। শতাব্দী প্রাচীন এমন কিছু মূল্যবান জিনিস রয়েছে যা দেখলে দর্শক মাত্রই আশ্চর্য হবেন। এই দে বাড়ির জমিদারির পত্তন হয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলে। উঁচু-উঁচু পিলার, কড়ি-বরগার ছাদ, নকশা করা বার্মা সেগুনের দরজা-জানালা, সিঁড়িগুলি শক্ত কাঠ দিয়ে বাঁধানো। এ বাড়ির শেষ জমিদার ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য রায় সাহেব গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে। ইনিই বাড়ির প্রথম আইনজীবী ছিলেন। ১৯০৬ সালে তৎকালীন বড়লাট গভর্নর লর্ড উইলিন্ডন-এর কাছ থেকে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ করেন। সংগ্রহশালায় ১৯৩৭ সালের ১৯ মে তারিখের একটি সার্টিফিকেট থেকে জানা যায় যে, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে-এর ভাই হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে ছিলেন তৎকালীন জেলার ইউনিউন বোর্ডের প্রেসিডেন্স।বর্তমানে দে বাড়ির বংশধর শুভেন্দ্র মোহন দে-র ছেলে হিমাদ্রি শংকর দে গড়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা, নাম দিয়েছেন , শুভেন্দ্র মোহন দে ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা। বাড়ির দোতলাতে রয়েছে তাঁর তৈরি মূল্যবান সংগ্রহশালা। হিমাদ্রি শংকর দে তাঁর এলাকায় টুটুল নামেই পরিচিত। পেশায় ব্যবসায়ী। তবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণে একক প্রচেষ্টায় হিমাদ্রিবাবু এই সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন। ১৯৯৮ সালে দে-জমিদার বাড়ির প্রাচীন কিছু জিনিস হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেগুলি নিয়েই হিমাদ্রিবাবু প্রথম তৈরি করা শুরু করেন এই সংগ্রহশালা। এছাড়াও আরও অনেক জিনিস রয়েছে যা শতাব্দী প্রাচীন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষের ও জায়গার অংশ বিশেষ। বর্তমানে দে বাড়ির বংশধর শুভেন্দ্র মোহন দে-র ছেলে হিমাদ্রি শংকর দে গড়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা, নাম দিয়েছেন , শুভেন্দ্র মোহন দে ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা।

১৯৯৮ সালে দে-জমিদার বাড়ির প্রাচীন কিছু জিনিস হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেগুলি নিয়েই হিমাদ্রিবাবু প্রথম তৈরি করা শুরু করেন এই সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালার ভিতরে ঢুকলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী দেখে বিস্ময় জাগে। ঢুকেই প্রথমে সাজানো রয়েছে দুশো বছরের প্রাচীন তালপাতা, তুলোট পাতার পুঁথি।

২০০০ সালে তিনি এই পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে আনেন কাটোয়ার পাটুলি থেকে। যেগুলি মূলত ধর্মগ্রন্থ বলেই বিবেচিত হয়েছে। ক্রমানুসারে সাজানো রয়েছে জমিদার বাড়ির বহু পুরোনো পাগড়ি, নায়েবি টুপি, বটুয়া, ব্রিটিশ আমলের ইংল্যান্ড থেকে আনা আতর, বেলজিয়ামের আয়না, কাচের গ্লাস। ব্রিটিশ আমলে পোস্ট অফিসে দেখা যেত এক ধরনের টেলিগ্রাফ মেশিন, সেই মেশিনও সংগ্রহশালায় রয়েছে। এছাড়া সেই সময়ের ছোটো হাতের ও বড়ো হাতের একসঙ্গে থাকা টাইপ রাইটিং মেশিন, স্পিরিট ল্যাম্প, দোয়াত, সুইডেনের তৈরি স্টেপলার, কলম (জরির কলম, পুঁথির কলম, মোষের শিং দিয়ে নির্মিত কলম) রয়েছে। আরও একটি কলম রয়েছে যেটির গায়ে লেখা আছে ১৯১৪ সাল, ২৭ জানুয়ারি। এই কলমের নিব সোনা দিয়ে তৈরি। কলমটি ব্যবহার করতেন সেই সময়ের জমিদার বাড়ির কর্তা।সংগ্রহশালায় সব থেকে আশ্চর্য জিনিস রয়েছে ইংল্যান্ডে ছাপা এক ইঞ্চি/এক ইঞ্চি সাইজের অভিধান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্টভাবে পড়া যায়। শব্দকোষটি বর্ধমান রাজপরিবারের সদস্য এস এস নন্দে দান করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে রায় সাহেব গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে উপহার পেয়েছিলেন অনেক কিছুই। তার মধ্যে আশ্চর্যের জিনিস হল একটি ক্ষুদ্র চাল। যার উপর ১০২টি অক্ষর লেখা আছে। এছাড়াও মুঘল আমল থেকে আধুনিক সময়ের বহু মুদ্রার সংগ্রহ রয়েছে হিমাদ্রিবাবুর সংগ্রহশালায়। সংগ্রহে রয়েছে এমন কিছু ঐতিহাসিক সম্পদ যা আজকের দিনে গবেষক, ইতিহাসবিদ ও অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে মহা মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে ব্রিটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পোস্ট কার্ড, দলিল, ১৯৩২ সালের ম্যাপ, রানি ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত চিঠি, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড-পঞ্চম জর্জ-এর আমলের ছোটো খাম, ১৯৪০ সালের ইউনিউন বোর্ডের হাতে লেখা ভোটার তালিকা, ১৯৪১ সালের পাশ বই, ১৯৩৬ সালের টেলিগ্রাফ, কংগ্রেস সভাপতির প্রথম প্রেসিডেন্স উমেশশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫) থেকে একেবারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩৯) পর্যন্ত পরপর যতজন প্রেসিডেন্স ছিলেন তাঁদের নাম, ছবি ও সাল ক্রমানুসারে সাজানো রয়েছে।ডাক টিকিটের বিশাল সংগ্রহ চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও সংগ্রহশালায় রয়েছে বর্ধমান মহারাজ আমলের একটি টাইপ মেশিন, সিগারেটের অদ্ভুত বাক্স, পিরিদানি, সের বাটখাড়া, বিরাট আকৃতির তালাচাবি, প্রাচীন ঘড়ি, হরিণের শিং, দুটি বহনযোগ্য গ্রামোফোন, গায়িকা হরিমতির রেকর্ড প্লেয়ার, ডোকরা শিল্পের নিদর্শন, জ্যোতির্বিদ্যার কিছু জিনিসপত্র, হ্যারিকেন, আমেরিকার দুটি ভাল্ব সিস্টেম রেডিও, চোখ ধোওয়া পাত্র, ছাদ পেটানো মুগুর, উই মারা ওষুধ, বক্স ক্যামেরা, শিলমোহর। কিছু পুরোনো ম্যাগাজিন ও বইপত্রও রয়েছে। যেমন- কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল', শতবর্ষপ্রাচীন মহিলাদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা 'অন্তঃপুর' (১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সংখ্যা), ১৩১০ বঙ্গাব্দের ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', ১৯০৩ সালের দাশরথির পাঁচালি, রানি ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত চিঠি, জমিদার বাড়িতে পাঠানো বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ ও বিজয়চাঁদ মহতাবের স্বাক্ষরিত চিঠি। প্রাক-স্বাধীনতার সময়ের অনেক বিয়ের কার্ড রয়েছে যেখানে ছড়ার মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করা হত। দুই আলমারি ভর্তি মূল্যবান গ্রন্থের সম্ভার, হিজ মাস্টার্স ভয়েজের ১৯৩২ সালের বাংলা গানের তালিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরের দিনে প্রকাশিত বাংলা প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকা। ১৯৩৫ সালে মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি একটি ফুলদানি যেটি হিমাদ্রিবাবুর ঠাকুমা নির্মলা সুন্দরী দেবীর হাতে তৈরি। এই শিল্প সামগ্রী বর্ধমান ইন্ডাসট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সিবিশনে প্রদর্শিত হয়ে ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পায়। সেই সার্টিফিকেট সংগ্রহালয়ে বাঁধানো রয়েছে।এরকম এক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা দেখতে এসেছেন অনেকেই ; গান্ধী মিউজিয়ামের অধিকর্তা, এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তাব্যক্তি প্রমুখ। তবুও এখনও এই সংগ্রহশালা পশ্চিমবঙ্গের সকল মানুষের কাছে পরিচিতিলাভ করে উঠতে পারেনি। পরিবারের আজকের প্রজন্ম জানাচ্ছেন, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রচারে এমন বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

কীভাবে যাবেন

পূর্বরেলের বর্ধমান-হাওড়া মেইন ও কর্ড লাইনের শক্তিগড় জংশন স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার পথ বড়শুল গ্রাম। যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জমিদার বাড়ির রাস্তা চিনিয়ে দেবেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।